দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 19 JUL 2008 ...
পৃষ্ঠা - ১২ ... কলাম - ৩

সেলিম ভূঁইয়ার গ্রামের বাড়ীতে দাওয়াতে প্রশাসন এলাকাবাসীর কেউ যায়নি

চিহ্নিত অস্ত্রধারীকে নিয়ে মহড়া সুদের ব্যবসার অভিযোগ

এ কে এম সালাহউদ্দিন আহমদ, দাউদকান্দি থেকে : রাজধানী ঢাকার দনিয়া এ কে স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া ও তার ভগ্নিপতি, বোনসহ অন্যান্যের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর পৃঃ ১১ কঃ ২

দৈনিক

অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার বডিগার্ড মেঘনা উপজেলার যুবদলের সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম ৮টি বন্দুক, গোলাবারুদসহ মেঘনা নদীতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে সোনারগাঁ থানা পুলিশের হাতে ২০০২ সালে গ্রেফতার হয়েছিল। ছবিতে তাকে দেখা যাচ্ছে

সেলিম ভূঁইয়ার গ্রামের বাড়ীতে দাওয়াতে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। সেলিম ভূঁইয়ার গ্রামের বাড়ী মেঘনা উপজেলার তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী, উপজেলা ও পুলিশ প্রশাসনসহ সকল এলাকাবাসীকে নিয়ে গতকাল (শুক্রবার) ভূরিভোজের আয়োজন করা হয়। প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করলেও এলাকাবাসীর বাধার মুখে এ ভূরিভোজ অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। এলাকাবাসী এই বিতর্কিত পরিবারকে কোন সাহায্য-সহযোগিতা না করার জন্য প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করেছে। সেলিম ভূঁইয়ার বডিগার্ড, মেঘনা উপজেলার স্বঘোষিত যুবদলের সাধারণ সম্পাদক, চিটিরচর গ্রামের বাসিন্দা মো: জহিরুল ইসলামকে গতকাল প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিতে দেখা গেছে। এই জহিরুল ইসলামকে ২০০২ সালে মেঘনার পার্শ্ববর্তী উপজেলা নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ থানার মেঘনা নদীর নুনেরটেক এলাকা থেকে পুলিশ ৮টি বন্দুক, গোলাবারুদ, দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ গ্রেফতার করেছিল। পরবর্তীতে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া উক্ত অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে জামিনে মুক্ত করায়। বর্তমানে এ অস্ত্র মামলাটি উচ্চতর আদালতের নির্দেশে স্থগিত রয়েছে। তাছাড়া তার বিরুদ্ধে মেঘনা থানায় ১টি চাঁদাবাজি, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট বিভাগের নকল ও কাগজ জালিয়াতি করার অভিযোগে ১টি, দুর্নীতি দমন কমিশনের ১টি মামলা দায়ের রয়েছে। তাছাড়া রাজধানী ঢাকায় অপহরণ, ছিনতাইসহ যাত্রাবাড়ী থানায় ১টি মামলা রয়েছে। কুমিল্লা জেলার তালিকাভুক্ত শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসী মো: জহিরুল ইসলাম ওয়ান-ইলেভেনের পর গাঢাকা দিলেও হঠাৎ করে অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার পরিবারের সহযোগিতায় অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয়ায় এলাকার জনগণ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

জানা গেছে, অধ্য সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে সমগ্র মেঘনা উপজেলায় জনরোষ ফুসে উঠছে। আর এটা দমন করার জন্য ভূড়িভোজের আয়োজনের সাথে সাথে সন্ত্রাসীদের দিয়ে অস্ত্র নিয়ে মহড়া, লাখ লাখ টাকা এলাকায় বিতরণ করছে। তবে এলাকাবাসী জানান, অধ্য সেলিম ভূঁইয়ার মূল ব্যবসা হচ্ছে সুদী ব্যবসা। এলাকায় ঠিকাদারী ব্যবসা, জায়গা কিনে, দোকানে পুঁজি দেয়াসহ বিভিন্ন কাজে অধ্য সেলিম ভূঁইয়া কুমিল্লা অঞ্চলে ৬ কোটি টাকা লগ্নি করে রেখেছে।

কোটি কোটি টাকার লগ্নি বা সুদের ব্যবসা করাসহ অতিরিক্ত সুদ আদায় করার প্রেক্ষিতে গত ১৭ জুলাই ৫ জন গ্রাহক প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়াকে ১৫ দিন সময় দিয়ে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করে। সেই সাথে প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়ার ভগ্নিপতি আব্বাস উদ্দিন মাস্টার, বোন ফাতেমা বেগমকেও লিগ্যাল নোটিশে অভিযুক্ত করা হয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, এসএসসি পরীক্ষা পাসের সার্টিফিকেট ছাড়া প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়ার সব সার্টিফিকেট নকল, ভুয়া ও জাল যা তদন্ত করলে পাওয়া যাবে। এ নিয়ে ইতিপূর্বে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে অনেক সংবাদ প্রকাশিত হলে তা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। পরে সেলিম ভূঁইয়া লাখ টাকা ব্যয় করে এ ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়। তার ভগ্নিপতির পিতা এক সময় দুধ বিক্রি করত। পানি মিশিয়ে দুধ বিক্রি করার অভিযোগে অনেকবার লাঞ্ছিত হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে মানিকারচর বাজার বর্তমানে মুক্তিনগর বাজারে ডাকাতি করে প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়ার ভগ্নিপতি আব্বাস মাস্টার। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এই আব্বাস মাস্টার রাতারাতি কমান্ডার উপাধি নিয়ে নেয়। এলাকার শত শত লোক দৈনিক ইনকিলাবের এ প্রতিনিধিকে বলেন, এক সময় সারাদেশের মধ্যে মানিকারচর, সিকিরগাঁও, মাধবপুরসহ আশেপাশের গ্রাম গরুচোরদের আস্তানা ছিল। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে গরু চুরি করে এনে জমা করত। এসব গরু চোর ও সর্দারদের প্রকাশ্যে সহযোগিতা করত প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়া ও তার ভগ্নিপতি আব্বাসউদ্দিন মাস্টার। এতে মাসে মাসে লাখ লাখ টাকা মাসোহারা পেত। কোন গরু চোর বা সর্দারকে পুলিশ গ্রেফতার করলে সেলিম ভূঁইয়া কোর্ট থেকে জামিনের ব্যবস্থা করে। আর এ কারণে ১৯৮৮ সালে দাউদকান্দি-মেঘনা উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের হাজার হাজার জনগণ এক প্রতিবাদ সভা করে গরু চোরের গ্রাম বলে খ্যাত মানিকারচর, সিকিরগাঁওয়ে সেলিম ভূঁইয়া ও তার ভগ্নিপতি আব্বাসউদ্দিন মাস্টারের বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। এসব গ্রামবাসী এ তিন গ্রামের বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে দেয়াসহ টিউবওয়েল পর্যন্ত মাটি থেকে তুলে নিয়ে যায়। তখন তারা নদী সাঁতরে কোন রকমে জীবন রক্ষা করে। এ নিয়ে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশসহ ১০/১৫টি মামলাও হয়েছিল। এলাকার অনেকে প্রকাশ্যে বলেন, টাউট পরিবার হিসেবে খ্যাত প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়া বর্তমানে ৫০ কোটি টাকার মালিক। ইতিমধ্যে এই পরিবারের সহায় সম্পত্তিসহ ব্যাংকে এফডিআরের বিষয়টি সরজমিনে তদন্ত করার জন্য শতাধিক এলাকাবাসী গত ১৬ জুলাই দুর্নীতি দমন কমিশন, কুমিল্লায় এক লিখিত আবেদনপত্র দাখিল করেছে।

অপসারণ দাবীতে দনিয়ায় অভিভাবক সমাবেশ

এদিকে অভিযুক্ত দুর্নীতিবাজ প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়ার অপসারণের দাবীতে একে স্কুল এন্ড কলেজ অভিভাবক ফোরাম গতকাল (শুক্রবার) দনিয়া বাজার রোড এলাকায় সমাবেশ করেছে। সমাবেশে বক্তারা বলেছেন, ভুয়া সার্টিফিকেটধারী, অযোগ্য, অদক্ষ, দুর্নীতিবাজ, অর্থ আত্মসাৎকারী সেলিম ভূঁইয়ার এখনই অপসারণ চাই। একে স্কুল এন্ড কলেজ রাজধানীর একটি সুনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটিতে প্রিন্সিপাল হিসেবে সেলিম ভূঁইয়াকে নিয়োগ দেয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে। এলাকার একজন গর্বিত অভিভাবক হিসেবে এ অবস্থা কেউ মেনে নিতে পারে না। বক্তারা প্রতিষ্ঠানের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য অভিভাবকসহ এলাকার সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তারা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ ও সেলিম ভূঁইয়ার দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবী জানান। সমাবেশে বলা হয়, সেলিম ভূঁইয়ার অপসারণের দাবীতে আজ (শনিবার) অভিভাবক ফোরামের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। অভিভাবক ফোরামের আহ্বায়ক মোঃ সফর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন হারুনুর রশীদ, চান মিঞা, মোঃ ইউসুফ, মোঃ জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

এদিকে সূত্র জানিয়েছে, একে স্কুল এন্ড কলেজ অভিভাবক ফোরাম গতকাল বিকেল ৪টায় প্রতিষ্ঠানের মলচত্বরে সমাবেশ করার ঘোষণা দিলেও পুলিশের নিষেধের কারণে তা করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সূত্র জানায়, অভিভাবক ফোরামের সমাবেশকে ভণ্ডুল করার জন্য শিক্ষক নেতা সেলিম ভূঁইয়ার দ্বারা সুবিধাভোগকারী একটি শ্রেণী একই স্থানে ও সময়ে পাল্টা সমাবেশের ডাক দেয়। এতে সংঘর্ষের আশংকা দেখা দিলে শ্যামপুর থানা পুলিশ প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে ১৪৪ ধারা জারি করে। সূত্র জানায়, দনিয়া একে স্কুল এন্ড কলেজে গত শনিবার একজন অভিভাবক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার বিচার নিয়ে টালবাহানা করায় এবং ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করায় এলাকার অভিভাবক ও মানুষের ক্ষোভ বেড়ে গেছে। তারা ফোরামের কাছে ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবী করেছেন এবং দুর্নীতিবাজ প্রিন্সিপাল সেলিম ভূঁইয়ার হাত থেকে একে স্কুল এন্ড কলেজকে রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছেন। ফোরাম এলাকাবাসীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে ও এ সমাবেশ করেছে।